তারিখ ... 19 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

কালের কণ্ঠ

কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

শেবাচিমের পরিচালকসহ ৩ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও বরিশাল ▷

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম করায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকসহ তিন কর্মকর্তাকে গতকাল সোমবার সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন হাসপাতালের পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকারী অধ্যাপক ডা. মো. নিজাম উদ্দিন ফারুক, উপপরিচালক ডা. মো. শহিদুল ইসলাম হাওলাদার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল জলিল। ডা. ফারুক নিয়োগ কমিটির সভাপতি, ডা. শহিদুল সদস্যসচিব এবং জলিল সমন্বয়কারী ছিলেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানায়, হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে অভিযোগ ওঠায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করেন। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মেলায় মন্ত্রী ওই তিনজনকে বরখাস্ত করার জন্য স্বাস্থ্যসচিবকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি নিয়োগ পাওয়া কর্মচারীদের যোগদান স্থগিত করা হয়েছে।

অতিরিক্ত ৫৪ জনবল : নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর আগে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী ২০১৩ সালের শেবাচিমে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর ছাড়পত্র দেন। এতে মোট ১৭২টি পদ অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু প্রক্রিয়া শেষে দেখা যায়, অফিস সহায়ক পদে ১১০, ঝাড়ুদার ৭৮ এবং কুক পদে ১৫ জন নিয়োগ পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদের চেয়ে ৫৪ জন অতিরিক্ত লোকবল নেওয়া হয়েছে। নিয়োগপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে গত ১০ ডিসেম্বর কালের কণ্ঠে 'শেবাচিম হাসপাতালে নিয়োগ: 'অক্ষরজ্ঞান' নেই অথচ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ!', ১৭ ডিসেম্বর 'শেবাচিম হাসপাতালে নিয়োগ: তিনি সব জেনেই ফল্গু গাছের কথা বলেছিলেন!' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই দুটি সংবাদ প্রকাশের পর মন্ত্রণালয় থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা ৩০ ডিসেম্বর বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। পরে অভিযুক্তদের ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয়।